সংখ্যা ৫৬

সংগ্রাম বার্তা

একটি উপকূলীয় উন্নয়ন সাময়িকী

১৫ তম বর্ষ

জুলাই ২০১৯

বরগুনায় নবাগত
জেলা প্রশাসক
জনাব মোস্তাইন বিল্লাহ-কে
এনজিও'র পক্ষ থেকে
অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

এসএসসি উত্তীর্ণদের ৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকার চেক প্রদান

উচ্চশিক্ষার দোরগোড়ায় ৫৬ শিক্ষার্থী

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করছেন বরগুনার জেলা প্রশাসক কবীর মাহমুদ

অতিদরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করেছে উপকূলীয় উন্নয়ন সংস্থা সংগ্রাম। ৫৬জন মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ১২ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। প্রথম বর্ষ সমাপনান্তে ভাল ফলাফল সাপেক্ষে তাদেরকে আরো ১২ হাজার টাকার চেক দেয়া হবে।

১৭ এপ্রিল বুধবার সকালে সংগ্রাম হলরুমে সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বরগুনার জেলা প্রশাসক কবীর মাহমুদ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের এই চেক বিতরণ করেন। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এমএ মিজান রহমান, জেলা শিক্ষা অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন, বরগুনা প্রেসক্লাব সভাপতি চিত্তরঞ্জন শীল, জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা খন্দকার গোলাম ছরোয়ার, অন্বেষা এনজিও'র নির্বাহী পরিচালক মো. শামস্ উদ্দীন খাঁন উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রেখেছেন আল আমীন, সংগ্রাম'র চৌধুরী মুনীর হোসেন, লোকোবেতার স্টেশন ম্যানেজার মনির হোসেন কামাল প্রমুখ।

জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা সরকারীভাবে আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন, অথচ যে সকল শিক্ষার্থী জিপিএ ৪.০০-৪.৯৯ পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে তারা কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। এ কারণে এসএসসি পরীক্ষায় অতিদরিদ্র সদস্যদের ছেলে-মেয়েদের মধ্য হতে যারা জিপিএ ৪.০০-৪.৯৯ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের শিক্ষাবৃত্তির আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগ্রাম'র সুবিধাভোগী অতিদরিদ্র সদস্যদের ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকে ২০১২ সালে তিনজনকে ৪৫ হাজার টাকা, ২০১৩ সালে দুইজনকে ৩০ হাজার টাকা, ২০১৪ সালে ৫০জনকে ৯ লক্ষ টাকা, ২০১৫ সালে ৫০জনকে ৭.৫ লক্ষ টাকা, ২০১৭ সনে ৯৬ জনকে ১১.৫২ লক্ষ টাকা এবং ২০১৮ সনে ৫৬ জনকে ৬.৭২ লক্ষ টাকা শিক্ষাবৃত্তির আওতায় প্রদান করা হয়।

বক্তব্য রাখছেন কলাপাড়া উপজেলা চেয়ারম্যান

কলাপাড়ায় মতবিনিময় সভা ও হুইল চেয়ারসহ উপকরণ বিতরণ

কলাপাড়ায় উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি ও প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে সচেতনতামূলক সভা ১০ জুন সোমবার বেলা ১১টায় কলাপাড়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগ্রাম'র বাস্তবায়নে এপেক্স বডি পিএইচআরপিবিডি প্রকল্প আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) অনুপ দাশ সভাপতিত্ব করেন।

সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন ডেভলপমেন্ট (সিডিডি) এর সহযোগিতায় মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান এসএম রাকিবুল আহসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল আলম বাবুল, প্রেসক্লাব সভাপতি মেজবাহউদ্দিন মাননু, ইউপি চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট নাসির মাহমুদ, অটিজম কলাপাড়া উপজেলা সাধারণ সম্পাদক আখতাউর রহমান হারুন।

বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, সিপিপির সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান খান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাছলিমা আক্তার, এপেক্স বডির সভাপতি সুমন দেউরি, ইব্রাহিম খলিল। ধারনাপত্র উপস্থাপন করেন প্রতিবন্ধী শহীদুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগ্রাম'র পরিচালক মো মাসউদ সিকদার। পরে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বিনামূল্যে হুইল চেয়ারসহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরন করা হয়।

শোক সংবাদ

সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুম-এর পিতা পাথরঘাটার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আলহাজ্ব মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী ২৭ জুলাই ২০১৯ খ্রি. বেলা ১.৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমরা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের

সম্মাননা প্রদান

বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তফা গোলাম কবির, পাথরঘাটা উপজেলার রায়হানপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রূপক ও বামনা উপজেলার বামনা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান চৌধুরী কামরুজ্জামান সগিরকে ৮ জুন সম্মাননা প্রদান করেছে এনজিও সংগ্রাম।

পাথরঘাটার হাতেমপুরে চৌধুরী মাসুম কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এই সম্মননা প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটির আওয়ামী যুবলিগের নেতা মো. মনিরুজ্জামান বিশ্বাস। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগ্রাম'র উপনির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মুনীর হোসেন, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক ও সংগ্রাম'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও পঞ্চাশটি শাখার ব্যবস্থাপক ও কর্মীবৃন্দ।

আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাদেরকে সম্মাননা প্রদান করা হয় তারা একসময় সংগ্রাম'র বিভিন্ন কর্মসূচিতে সফল কর্মকর্তা হিসেবে সংগ্রামে কর্মরত ছিলেন। সম্মাননা হিসেবে ক্রেস্ট, মানপত্র, সংগ্রাম'র লোগোখচিত কোটপিন ও অন্যান্য উপঢৌকন সামগ্রী দেয়া হয়।

পাথরঘাটা উপজেলা চেয়ারম্যান প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন

জীবন বাঁচানোর উদ্যোগে সমৃদ্ধি

বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার হাতেমপুর গ্রামে ২০০৯ সালে ৬টি পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) স্থাপন করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও এনজিও। মাটিতে প্রচুর লবণাক্ততা থাকার দরুন কয়েক বছর যেতে না যেতেই নষ্ট হয়ে যায় এর সঙ্গে যুক্ত টিউবওয়েল, ফিল্টার পাইপ ও ট্যাব। এতে পিএসএফটি অকেজো হয়ে পড়ায় পানের জন্য বৃষ্টি ও পুকুরের পানির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে গ্রামের বাসিন্দারা। এ কারণে সুপেয় পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে পুরো গ্রামে। এই ইউনিয়নে টিউবওয়েল স্থাপণ সম্ভব নয় তাই পিএসএস ও রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং একমাত্র ভরসা।

এ অবস্থা নিরসনের জন্য গ্রামবাসী ইউনিয়ন পরিষদ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে যায়। বাজেট না থাকায় তারা অকেজো পিএসএফ মেরামত করতে পারছে না। এই গ্রামটি সংগ্রাম বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভূক্ত। তাই এই জনগোষ্ঠি ইউনিয়ন পরিষদ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে সুপারিশ নিয়ে সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক বরাবরে আবেদন জানায়। স্থানীয় ইউপি সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করে সমৃদ্ধি কর্মসূচির একটি টিম স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ২টি পন্ড স্যান্ড ফিল্টার মেরামতের জন্য মনোনীত করে। গত মে মাসে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে এর মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়। এ সমস্ত পিএসএফ'র শুধু অবকাঠামোটুকুই ছিলো সে কারনে টিউবওয়েল থেকে শুরু করে পুরো সংস্কার করে এদুটোকে সচল করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এযাবত ১২টি পন্ড স্যান্ড ফিল্টার মেরামত করা হয়েছে।

সাধারণত দেখভালের জন্য নির্দিষ্ট লোক না থাকায় পিএসএফ দ্রুত নষ্ট হয়। নিয়মিত কাঁকর, নুড়ি, বালি ধূয়ে জঞ্জালমুক্তকরণ, পরিমানমত সরবরাহ, পানি সংগ্রহের সাথে সাথে তা পূর্ণ করার অপরিহার্যতা রয়েছে। সে কারণে সংগ্রাম এই বালির ফিল্টারের লাগোয়া মসজিদ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলিয়ে একটি তত্ত্বাবধান কমিটি গঠন করেছে। এদেরকে একদিনের ওরিয়েন্টেশন দিয়েছে।

পিএসএফ মূলত পুকুরের পানি শোধন ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে পুকুরের পাশে স্থাপিত একটি ট্যাংকে নলকূপ দিয়ে পানি টেনে তা প্রাকৃতিক উপায়ে বিশুদ্ধ করা হয়। পরে ট্যাংকের নিচে স্থাপিত ট্যাবের মাধ্যমে তা সংগ্রহ করা যায়। সংগ্রাম সমৃদ্ধি এলাকার পর্যায়ক্রমে সকল পিএসএফ সংস্কার করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে।

বরগুনায় বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

চক্ষু পরিক্ষারত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

বরগুনায় সংগ্রাম'র আয়োজনে ও ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের সহযোগিতায় সোমবার সংগ্রাম'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

সংগ্রাম'র উপ-নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মুনীর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চক্ষু ক্যাম্পের উদ্বোধনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের ক্যাম্প সুপারভাইজার মো. মনির হোসেন।

বক্তব্য রাখেন সংগ্রাম'র পরিচালক মো. মাসউদ সিকদার ও এরিয়া ম্যানেজার মো. লিমন মিয়া। অত্র ক্যাম্পের মাধ্যমে ১৮০ জন রোগিকে সেবা দেয়া হয় ৩৭ জন রোগিকে ছানি অপারেশনের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ছানি অপারেশনের রোগীদের অপারেশনের জন্য বরিশালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বরগুনায় সফল কিশোরী ক্লাব এবং সেলাই প্রশিক্ষনার্থীদের অনুদান ও উপকরণ বিতরণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহযোগিতায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অর্থায়িত Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito শীর্ষক প্রকল্পের Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito কম্পোনেন্টের সহায়তায় প্রকল্পের সফল কিশোরী ক্লাব এবং সেলাই প্রশিক্ষনার্থীদের বিশেষ প্রণোদনা বাবদ অনুদান ও উপকরণ বিতরণ করেছে।

অত্র প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র সদস্যদের টেকসইভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি, সম্পদ ভিত্তি তৈরি এবং সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে বিভিন্নভাবে পরিসেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব, উজ্জীবিত পুষ্টি গ্রাম, উজ্জীবিত পুষ্টি কর্ণার (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়), সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে কর্মএলাকায় ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

তারই আলোকে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় বরগুনায় 'উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব'কে চলমান রাখা এবং কারিগরি ও সেলাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সফল সদস্যদের উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে প্রকল্প হতে বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে ৫টি কিশোরী ক্লাবে অনুদান হিসেবে ১,০০,০০০ টাকা ও ১৫জন সেলাই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যকে ৬৭,৫০০ টাকার উপকরণ বিতরণ করা হয়।

কর্মসংস্থান মেলায় অংশগ্রহন

প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদনপত্র জমা নেয়া হচ্ছে

বরগুনার বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কমপ্লেক্সে স্থানীয় এনজিও আয়োজিত কর্মসংস্থান মেলায় সংগ্রাম অংশগ্রহন করেছে। এই মেলায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে সংগ্রাম বেকার যুবক-যুবতীদের নিকট থেকে ৩৭টি বায়োডাটা সংগ্রহ করে। সংগৃহিত বায়োডাটা থেকে সংগ্রাম ১২জন আবেদনকারীকে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। যেসকল চাকুরী প্রার্থীরা চাকুরীর দক্ষতা থাকার পরও চাকুরীর সন্ধান পাচ্ছেনা তাদের জন্য এই মেলা যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সংগ্রাম স্টলের দায়িত্ব পালন করেছে সংগ্রাম'র মিডিয়া অফিসার আরিফ মাহমুদ।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

সংগ্রাম ও Credit Rating Agency of Bangladesh Limited (CRAB) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সংগ্রাম'র পক্ষে নির্বাহী পরিচালক জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুম ও CRAB-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব হামিদুল হক এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। গত ২২ জুলাই তারিখে পান্থপথে CRAB-এর প্রধান কার্যালয় ডিএইচ টাওয়ারে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সময় CRAB-এর পক্ষে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট খালিদ হোসেন ও তাবাচ্ছুম আল আত্তার উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে সংগ্রাম'র পক্ষে উপ-পরিচালক চৌধুরী মোহাম্মাদ মঈন উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারীদের ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য এক বিশেষ প্রযুক্তি (Alternative Credit Scoring) ব্যবহার করার জন্য সংগ্রাম CRAB-এর সাথে এই চুক্তিপত্র সম্পাদন করে। এর ফলে ঋণ কর্মকাণ্ডের সাথে নিয়েজিত কর্মকর্তাদের ঋণির তথ্য-উপাত্ত প্রযুক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে পারবে।

সংগ্রাম'র সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

জাতি গঠনের ও উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম শিক্ষা। শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ তৈরিতে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম। কাজেই পড়ুয়াদের মানসিক ও শারিরীক সক্ষমতা বিনির্মাণে ও সহপাঠক্রমিক কাজ হিসেবে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ডকে বিদ্যালয়ে নিয়মিত চর্চায় অনুপ্রাণিত করার প্রত্যয়ে সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় বরগুনা জেলায় সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ২৮ টি স্কুল ও মাদ্রাসায় সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি'র কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও মননের মাধ্যমে জাগিয়া উঠিল প্রাণ এর স্পন্দন পুনরুজ্জীবিত করে।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ৬৭৫৬ জন এবং ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ৮০৫৯ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ১৭৩১ এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২২৪২ জন ছাত্র-ছাত্রী বিজয়ী হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তিতে সফল শিপন মিত্র

বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার দক্ষিণ জ্ঞাণপাড়া গ্রামের শিপন মিত্র। বয়স ৩২ বছর। লেখাপড়া ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত। বাবার নাম অতুল মিত্র। মাতার নাম ঊষা রানী।

শিপনের বাড়িটি সুন্দরবন ঘেঁষে সাগরের কাছাকাছি বলেশ্বর নদীর পাড়ে। শিপনদের সামান্য জমি থাকার কারনে তার পরিবার প্রান্তিক কৃষক। লবনাক্ততা, খরা এবং অনাবৃষ্টির কারণে ধানী জমিতে ভালো ফসল পেত না। কৃষি কাজের পাশাপাশি দিনমজুরের কাজও সে করত।

এখানে অনেক হিন্দু পরিবার কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। শিপনের পরিবার এই কাজের সাথে যুক্ত থাকার কারণে শিপন কাঁকড়া ধরার কাজে নিয়োজিত হয়। একসময় শিপন দেখলো কিছু ছোট কাঁকড়া ধরা হয় যার তেমন কোন দাম পাওয়া যায়না। তাছাড়া কিছু কিছু বড় কাঁকড়ার খোলস নরম থাকার কারনে খুব কম দামে বিক্রি হয়। এর ফলে শ্রম দিয়ে যে আয় হয় তা খুবই সামান্য।

শিপন এই অসুবিধাটাকে সম্ভাবনা হিসেবে গ্রহণ করে। নিজের চেষ্টায় সে ছোট কাঁকড়াগুলোকে বড় করা ও নরম খোলসের কাঁকড়াগুলোকে শক্ত খোলসে পরিনত না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির পাশের পরিত্যক্ত পুকুরে পালন করা শুরু করলো। নদী থেকে সংগৃহিত খাবার দিয়ে স্বল্প শ্রমে যদিও কাজটি তার সহজ হচ্ছিলো কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে কাঁকড়া মোটাতাজা করণ না করায় তার কাঁকড়ার প্রায় অর্ধেক পরিমান মারা যেত এবং লোকসানের সম্মুখীন হতো।

কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাজারজাত করণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক প্রকল্প সংগ্রাম'র মাধ্যমে পাথরঘাটা উপজেলায় বাস্তবায়ন শুরু হলে এপ্রিল ২০১৮ উক্ত প্রকল্পের সদস্য হয়।

সংগ্রাম'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পে শিপন দুই দিনের, "কাঁকড়া চাষীদের আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ" নিয়ে কাঁকড়া মোটাতাজা করণ শুরু করে এবং সংগ্রাম থেকে ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে নতুন করে অনাবাদী জমিতে ১০ শতাংশের উপর নতুন করে একটি ঘের করেন এবং আধুনিক পদ্ধতিতে কাঁকড়া মোটাতাজা করণের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। আগের বছরগুলোর তুলনায় বহুগুন ভালো উৎপাদন হয় এবং ঘেরের চারপাশে সবজির চাষ শুরু করে অনেক লাভবান হন। এই প্রশিক্ষণ পাওয়ার আগে সে শুধুমাত্র বছরে একবার কাঁকড়া মোটাতাজা করণ করত এখন শুধু বর্ষা মৌসুম ছাড়া বাকী সারা বছর চাষ অব্যাহত রেখেছেন। উক্ত ঘের থেকে উৎপাদন খরচ বাদে বর্তমানে শিপন প্রায় ১,১০,০০০ টাকা আয় করেন।

বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রদর্শনীর আওতায় নতুন করে কাঁকড়া মোটাতাজা করণ শুরু করেছেন এবং কাজ এখন চলমান। ৬ শতাংশের উপর ২ টি পানের বরজ আছে তার বর্তমানে। শিপন মিত্র কাঁকড়া চাষ করে এখন একজন সফল উদ্যোক্তা।

বরগুনায় জেলা পর্যায় স্থানীয়করণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বরিশাল বিভাগীয় কমিটির সভাপতি জনাব মো. আনোয়ার জাহিদ বক্তব্য রাখছেন

বরগুনায় সংগ্রাম'র আয়োজনে ২৪জুন সকাল ১০টায় আত্মমর্যাদাশীল সিএসও-এনজিও সেক্টর, গ্রান্ড বারগেইন ও স্থানীয়করণ বিষয়ক প্রচারনা ও কর্মশালা উন্নয়ন সংস্থা সংগ্রাম'র হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়।

সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তরে উপ-পরিচালক মোস্তফা মাহমুদ সরোয়ার, বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মেহেরুন নাহার মুন্নি, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. সরোয়ার আলম, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম, স্থানীয়করণ, বরিশাল বিভাগীয় কমিটির সভাপতি মো. আনোয়ার জাহিদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্থানীয়করণ, বরিশাল বিভাগীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভাঙ্কর চক্রবর্তী। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন এনএসএস'র নির্বাহী পরিচালক সাহাবুদ্দিন পান্না ও সংগ্রাম'র পরিচালক মো. ইউসুফ।

কলাপাড়ায় মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের বিনামূল্যে অসুস্থতা নিরুপণ ক্যাম্প

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় গতকাল বুধবার মানসিক অসুস্থ্য ব্যাক্তিদের বিনা মূল্যে ক্যাম্প এর মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। সংগ্রাম'র আয়োজনে পিএইচআরপিবিডি প্রকল্পের মাধ্যমে মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা প্রদানের ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মিলনায়তনে। ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ চিন্ময় হাওলাদার, ডাঃ জেএইচ খান লেলিন, সংগ্রাম'র পরিচালক (কর্মসূচি) মো: ইউসুফ, পিএইচআরপিবিডি প্রকল্পের কনটাক্ট পারসন মো. মাসউদ সিকদার।

চিকিৎসা প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের কনসালটেন্ট ডাঃ এস এম আতিকুর রহমান। কলাপাড়া উপজেলার ৬২জন মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের এই ক্যাম্পের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি এসকল রোগীদের পরিচর্যাকারীদের পরামর্শ প্রদান করা হয়। এই ক্যাম্প পরিচালনা করেছে পিএইচআরপি-বিডি প্রকল্পের এপেক্স বডির সদস্য সুমন দেউরী, ইব্রাহিম কামাল, সোহাগ হোসেন, আবদুল মালেক, মো: হারেস প্রমুখ।

মানসিক রোগীর সাথে কাউন্সিলিং করছেন ডাঃ এস এম আতিকুর রহমান

নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ক সচেতনতা মূলক সভা

প্রমোশন অব হিউম্যান রাইটস্ অব পারসন্স উইথ ডিজএ্যাবিলিটিজ ইন্ বাংলাদেশ (পিএইচআরপিবিডি) প্রকল্পের আওতায় সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) ও সিবিএিম এর সহযোগিতায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সংগ্রাম'র আয়োজনে গত ২০ মে কলাপাড়া মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মিলনায়তনে নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ক আইন সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সাথে সচেতনতা মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অত্র অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহন করেন কলাপাড়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাসলিমা আখতার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. আসাদুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. ইদ্রিস আলম, প্রোগ্রাম অফিসার (ওসিসি), কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও সাংবাদিক মো. ছগির হোসেন। আরও উপস্থিত ছিলেন সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ।

স্টেক হোল্ডারদের একাংশ

সভাটি পরিচালনা করেন পিএইচআরপিবিডি প্রকল্পের কন্টাক্ট পারসন মো. মাসউদ সিকদার। এপেক্স বডির সভাপতি জনাব সুমন দেউরী, সদস্য আকলিমা বেগম ও সদস্য মোঃ ইব্রাহিম খলিল তাদের বক্তব্যে নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধে ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান। উপজেলা পর্যায়ে সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তাগণ তাদের বক্তব্যে তাদের অবস্থান থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে কাজ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথি মো. আসাদুর রহমান তার বক্তব্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নারী ও শিশুরা আর যাতে নির্যাতনের শিকার না হয় এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে উপস্থিত সকলকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ চৌধূরী মোহাম্মদ মাসুম, **নির্বাহী সম্পাদক ঃ** চৌধূরী মোহাম্মদ মুনীর, **সম্পাদক ঃ** মোঃ মাসউদ সিকদার, **সহসম্পাদক ঃ** চৌধূরী মোহাম্মাদ মঈন
ইনফরমেশন সেল, সংগ্রাম, শহীদ স্মৃতি সড়ক, বরগুনা থেকে প্রকাশিত। ফোন ঃ +৮৮ ০৪৪৮ ৬২৮২৮, +৮৮ ০১৭২০৫১০৬০১
E-mail: sangramngo@yahoo.com, Facebook: facebook.com/ngosangram, Website: www.sangram.ngo